ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের বিভেদসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (Discuss the differential characteristics of Philosophy and Darsana)

১) তত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হল দর্শন, প্রশ্ন হল, তত্ত্বের স্বরূপ কী? প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে দর্শন ও ফিলসফির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখানো যায়। প্রথমে পাশ্চাত্য দর্শনের কথা ধরা যাক, প্রাক্-সক্রেটিস যুগের গ্রিক দর্শন জড়বাদী ধারণার দ্বারা পুষ্ট, ওই যুগের দার্শনিকরা মনে করেছিলেন যে, সত্তা বা তত্ত্ব জড়াত্মক। গ্রিক দার্শনিক থেলস্ পাশ্চাত্য দর্শনের আদি পুরুষ। তিনি বলেন যে, বিশ্বের আদি দ্রব্য জল থেকেই বিশ্ব সৃষ্টি এবং বিনাশে বিশ্ব জলেই বিলীন হয়। এইভাবে থেলস্ একটিমাত্র তত্ত্ব দিয়ে জগতের বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা করে গ্রিক দর্শনের গতিপথ নির্দেশ করে দিলেন, তাঁর উত্তরসূরী অ্যানাক্সিমাইনস্ এই মূল তত্ত্বকে বায়ু ~~বলেছেন~~ বললেন, হেরাক্লিটাস বললেন জগতের এই আদিম উপাদান হল অগ্নি। প্লেটোর দর্শন ভাববাদের দ্বারা পুষ্ট। তিনি বললেন সত্তা বা তত্ত্ব হল ভাবাত্মক। তিনি একে ধারণা বলেছেন, ধারণাই হল জ্ঞানের যথার্থ বিষয়। প্লেটো তাঁর Republic গ্রন্থে ধারণাবাদ বা আকারবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন ও দর্শনের পরিধির বিস্তার ঘটান।

সত্যকে জানার পথদুটি দর্শনে ভিন্ন। ভারতীয় দর্শন সত্য দর্শন, এই সত্য সাক্ষাৎ অনুভূতিতে পাওয়া। অপরদিকে পাশ্চাত্যের দর্শন যে সত্য বা তত্ত্বের কথা বলে তা বুদ্ধি বা বিচার দিয়ে পাওয়া যায়, এর অর্থ এই নয় যে, ভারতীয় দর্শন যুক্তি-বিচার বর্জিত, ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেকটি সম্প্রদায় পরমত বা বিরুদ্ধ মত বিচার পূর্বক খণ্ডন করে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। উদ্দ্যোতকর (?) ভারতীয় দার্শনিকরা কতখানি তত্ত্বসমালোচনাকে প্রশ্রয় দেয় তার পরিচয় নৈয়ায়িকরা দিয়েছেন। এইরকম যুক্তিতর্কের অবতারণা পাশ্চাত্য দর্শনে নেই বললেই চলে।

২) দুটি দেশের দার্শনিক অনুসন্ধান পদ্ধতি একরকম নয়। পাশ্চাত্যের একজন দার্শনিক জগৎ ও জীবনের সব সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না, শ্রমবিভাজন বা দক্ষতার প্রয়োজন হল, এর ফলে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেল, যেমন – অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, সমাজদর্শন ইত্যাদি। একজন দার্শনিক বা দার্শনিকদের একটি দল এক একটি শাখাকে নির্বাচন করলেন, কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকরা শাখাগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা না করে মূল সমস্যার অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেকটি সমস্যাকে সব সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ থেকে- অধিবিদ্যক, নৈতিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় দর্শনের এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে Sir B.N. Seal সংশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি (Synthetic outlook) বলে উল্লেখ করেছেন,

পাশ্চাত্য দর্শন জীবন থেকে প্রায় বিযুক্ত, শুষ্ক মননের সাহায্যে পাশ্চাত্য দার্শনিকরা সত্য অনুসন্ধানে ব্রতী। বলতে অধিবিদ্যক সমস্যা পরিহার করে জ্ঞানতত্ত্বে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, যৌক্তিক- প্রত্যক্ষবাদীরা (logical Positivists) ভাষা- বিশ্লেষণের মধ্যেই দর্শনকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র দার্শনিকদের তাত্ত্বিক আগ্রহের বিষয় নয়, তাঁরা জীবনের পরম পুরুষার্থ (মোক্ষ) লাভের পথ হিসাবে দর্শনকে দেখেছেন। ভারতীয় দর্শন মানুষকে পরম শ্রেয়র পথে নিয়ে যায়, ভারতীয় দর্শন যে পথের কথা বলে তা আত্মজ্ঞান, চার্বাক বাদে সব ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় আত্মজ্ঞানকেই দার্শনিক আলোচনার মূল বিষয় করেছেন। দার্শনিকদের দৃষ্টিতে আত্মাই একমাত্র নিত্যবস্তু। সাক্ষাৎ অনুভূতিতেই আত্মাকে জানা যায়। আত্মজ্ঞানে অবিদ্যা নাশ হয়, জীব মোক্ষ লাভ করে,

Scanned with CamScanner